ছোটদের সাথে বড়দের আদব

শায়খ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

অনুবাদ
মাওলানা আবদুস সালাম

সম্পাদনা
মাওলানা মাহমুদুল হক

প্রচ্ছদ, পৃষ্ঠাসজ্জা
ফজলে মুন

বানান
উমেদ

ছোটদের সাথে বড়দের আদব

শায়খ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

ওয়াফি পাবলিকেশন

ছোটদের সাথে বড়দের আদব

শায়খ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ
গ্রন্থস্বত্ব © ওয়াফি পাবলিকেশন

প্রথম বাংলা সংস্করণ
সেপ্টেম্বর, ২০২০

ISBN: 978-984-95013-0-5
www.wafipublication.com
+880 1799 925 050

অনলাইন পরিবেশক: www.wafilife.com

মূল্য : ১৯৮ টাকা

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ যেকোনো উপায়েই হোক, ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা বা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়। বইটির অনুমোদিত অনলাইন সংস্করণ কিনুন। কপিরাইটকৃত বই বেআইনিভাবে কিনে চৌর্যবৃত্তিকে উৎসাহিত করবেন না। ধন্যবাদ।

Chotoder Shathe Border Adob—Bengali version of 'Zadul Murabbi' by Shaykh Saleh Al-Munajjid, translated by Mawlana Abdus Salam, published by Wafi Publication of Bangladesh.

ওয়াফি পাবলিকেশন
বাড়ি ৩৭৬, ৩য় তলা, রোড ২৮
মহাখালী ডিওএইচএস, ঢাকা।

সম্পাদকীয়

-দুনিয়াতে আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ কোনটি ?
-বিত্ত-বিভব, ভিটে-বাড়ি ?
-ব্যাংক-ব্যালেন্স, টাকা-কড়ি ?
-এগুলো তো ক্ষণস্থায়ী ছায়া; মৃত্যু হলেই সাঙ্গ হবে যত মায়া। ওয়ারিশরা সব ভাগবাটোরা করে নেবে; শেলাইবিহীন কাফন শুধু দেবে।

নবিজি ﷺ বলেছেন, 'মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তার আমল বন্ধ হয়ে যায়; তবে তিনটি বিষয় ব্যতিক্রম: (১) অব্যাহত কল্যাণময় অনুদান, (২) নেক সন্তান— যে তার জন্যে দুআ করে, (৩) ইলম— যা দ্বারা মানুষ (মৃত্যুর পরও) উপকৃত হতে থাকে।' (মুসলিম) অতএব আমাদের সন্তান-সন্ততি, ছাত্র-শিক্ষার্থী— এরাই তো মোদের দো-জাহানের পুঁজি। পিতার বিচ্ছেদে যদি কোনো সন্তানের বুকটা খাঁ খাঁ করে.. পিতৃশোকে তার একটু অশ্রু ঝরে.. আরশ-কাঁপা 'রব্বির-হাম-হুমা..'-এর করুণ বীণা বাজে...

-হায় ! আমার জন্যে হবে তো এমন প্রার্থনা ! প্রভুর সমীপে করবে তো সকাতর যাচনা !

সন্তান-সন্ততি ও ছাত্র-শিক্ষার্থীদের থেকে এমন প্রত্যাশা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়; তবে যেন তা চাষ না করেই ফসল পাবার আশার ন্যায় অমূলক প্রত্যাশা না হয়। জমি চাষ না-করলে শুধু যে ফসল থেকে বঞ্চিত— এতটুকুই নয়; বরং পরিত্যাক্ত জমিতে জন্ম নেয় আগাছা-পরগাছা; বাসা বাঁধে সাপ-বিচ্ছু, আরও কত কিছু! ঠিক তদ্রূপ আমাদের অধীনস্থরা; যদি তাদের উত্তম শিষ্টাচারে গড়তে পারি, তবে তারা হবে 'মানুষ'; বরং সোনার মানুষ— নতুবা কোরআনের ভাষায়: ﴿তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তারচেয়েও নিকৃষ্ট।﴾ (আ'রাফ: ১৭৯) তাই আমাদের ছেলেদের গড়ে তুলতে হবে প্রকৃত মানুষরূপে।

বস্তুত, মানুষ গড়া এক জাদুকরি কারিগরি। জীবনের অভিজ্ঞতা, কোরআন-সুন্নাহর কষ্টিপাথরে ঘষে ঘষে অর্জন করতে হয় এ তেলেসমাতি। যে ব্যক্তি এ শিল্পকর্ম শিখেছে সে 'পরশপাথর' বনে গেছে; তার সংস্পর্শে মূল্যহীন মাটিও অমূল্য সোনা হয়ে যায়! নবিজির সংশ্রবে হয়েছিলেন সাহাবারা; তাদের সংশ্রবে তাবেয়ীরা। এরপর..এরপর...

-এবার কিন্তু আমাদের পালা !

-আমরা তৈরী তো ?

-আমরা পারবো তো ?

-পারতে তো হবেই; এ দায়িত্ব থেকে পালাবার অব্যাহতি কোথায় ?

ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ বলেছেন, 'তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল— প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। দেশের শাসক জনগণের দায়িত্বশীল— সে তার দায়িত্বের ব্যাপারে জবাবদিহি করবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল— সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীগৃহের দায়িত্বশীল— সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিতা হবে। গোলাম তার মনিবের সম্পদের দায়িত্বশীল— এ ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে। তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল— অতএব প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধীনস্থের দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।' (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারি, মুসলিমের অন্য বর্ণনায় এসছে, নবিজি ﷺ বলেছেন, 'মানুষ হচ্ছে স্বর্ণ-রৌপ্যের খনির মত।' নবিজির এ চিরসত্য বাণী প্রোজ্জ্বল সাক্ষী: অধীনস্থ ও সন্তানরা-ই আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ, তারাই আমাদের ভবিষ্যৎ। আগামী দিনের দিশারি; পর্যুদস্ত জাতির কাণ্ডারী; ন্যায় ও সত্যের ঝান্ডাধারী।

-আমরা পারবো তো তাদের সেভাবে গড়তে ?

-যেভাবে গড়লে জুড়াবে নয়ন; সুখময় হবে কবরে শয়ন !

সেজন্যে শিখতে হবে খনি থেকে স্বর্ণ উত্তোলন পদ্ধতি। খনি ভেদে যেমন তারতম্য হয় উত্তোলন ও পরিশোধন, তেমনি ব্যক্তি ভেদেও ব্যতিক্রম হয় পরিমার্জন ও সংশোধন। এমন বিষয়গুলোই চমৎকারভাবে উপস্থানা করেছেন, আরব-বিশ্বের খ্যাতনামা শায়খ 'মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ', তার 'যাদুল-মুরব্বী' নামক অনবদ্য গ্রন্থে। তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন: কীভাবে 'মানব-খনি' থেকে স্বর্ণ উত্তোলন করতে হয়; কীভাবে বানাতে হয় মৃত্তিকা-মানব থেকে স্বর্ণ-মানব। বক্ষ্যমাণ পুস্তিকাটি তারই বঙ্গানুবাদ। বাংলার

‘দামাল’ ছেলেদের ‘সোনার-ছেলে’ রূপে গড়ে তুলার লক্ষ্যে ‘ওয়াফি পাবলিকেশন’-এটি ভাষান্তর করিয়েছে।

আমি মনে করি, এটি ‘ওয়াফি’-এর ওফাদারির আরেকটি মাইলফলক। জনহিতৈষী ‘ওয়াফি’ সর্বদাই খুঁজে বেড়ায় কোথায় আছে জাতির কসুর ও ন্যূনতা; যাতে ফিরিয়ে আনতে পারে ইলম-আমলে কামাল ও পূর্ণতা। বাংলাভাষায় এ বিষয়ক ‘অন্যান্য’ গ্রন্থ থাকলেও বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি তন্মধ্যে যে ‘অনন্য’ সে বিচার বোদ্ধা পাঠকের কাছেই ছেড়ে দিলাম। তবে আল্লাহর কাছে এতটুকু আশা রাখি, তিনি এ গ্রন্থটি আমাদের জন্যে করবেন উপকারী।

হে আল্লাহ, আমাদের ত্রুটিগুলো মার্জনা করুন, চেষ্টাগুলো সার্থক করুন ! সেগুলো তোমার সন্তুষ্টি এবং আমাদের মুক্তির ওসিলা করুন, আমীন।

***

সূচিপত্র

তরবিয়তের পরিচয়	১৩
আদর্শ অভিভাবক হতে হলে	১৯
তরবিয়তের নানা দিক	৩১
দীক্ষা-বিষয়ক কিছু নীতিমালা	৪৫
পুরস্কার ও শাস্তি	৬৩
বিনোদন	৭৩
তরবিয়তের ক্ষেত্রে কিছু ভুল	৭৭
দীক্ষা-বিষয়ক কিছু জটিলতার নিরসন	৮৭
বয়ঃসন্ধিকালে	৯৫
বাচ্চাদের শিক্ষাদান পদ্ধতি	৯৭
প্রতিভাবানদের যত্ন নিতে হবে	১০৫
শিশু নিকেতন	১০৯
শৈশবে	১১৫

১২১ | উপলক্ষ্য ও অনুষ্ঠানে
১২৭ | পরীক্ষা এবং মুযাকারা
১৩১ | পড়া মনে রাখার কিছু সহায়ক উপকরণ

লেখক পরিচিতি

নাম ও জন্ম

মুহাম্মাদ সালিহ আল মুনাজ্জিদ (محمد صالح المنجد) সৌদি আরবের একজন জনপ্রিয় দাঈ আলেম। তিনি ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের ৭ জুন সিরিয়ার আলেপ্পো শহরে জন্মগ্রহণ করেন; তবে বেড়ে ওঠেন রিয়াদ শহরে।

শিক্ষাজীবন

- তিনি সৌদি আরবের দ্বাহরানে বাদশাহ ফাহাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পেট্রোলিয়াম এবং খনিজ এর সাথে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্টে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন।
- আল-মুনাজ্জিদ আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বায, মুহাম্মাদ ইবনে আল উসায়মীন, আবদুল্লাহ ইবনে জিবরীন, সালেহ আল-ফাওজান এবং আবদুর-রহমান আল-বাররাক প্রমুখ পণ্ডিতদের অধীনে ইসলামিক আইন অধ্যয়ন করেন।

যাদের লিখনি ও আদর্শে তিনি প্রভাবিত

ইবনে তায়মিয়্যাহ, সুলায়মান ইবনে নাসির আল-'আলওয়ান, আবদুর রহমান আল বাররাক, আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বায, মুহাম্মাদ ইবনে আল উসায়মীন, আবদুল্লাহ ইবনে জিবরীন, সালেহ আল-ফাওজান, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব।

কর্মজীবন

বহুমুখী দাওয়াতি কর্মশালায় তার কর্মজীবন মুখরিত। নানান বিষয়ের ওপর তিনি নিয়মিত বক্তব্য প্রদান করে থাকেন। মে ২০১৫ পর্যন্ত, টুইটারে তার ৮,২০,০০০ ফলোয়ার ছিল। তিনি সৌদি আরবের আল-খোবার শহরে অবস্থিত উমার ইবনে আবদুল আযীয মসজিদের ইমাম ও খতীব। তিনি ১৯৯৬ সালে ইসলামি প্রশ্নোত্তরের জনপ্রিয় ওয়েবসাইট 'ইসলামকিউএ. ইনফো' চালু করেন। স্বাধীনভাবে ফাতওয়া প্রদানের কারণে ওয়েবসাইটটি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কেননা সৌদি আরবে ফাতওয়া প্রদানের ক্ষমতা সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

তার রচিত গ্রন্থাবলী

তার রচিত গ্রন্থসংখ্যা তেইশ-এরও বেশি। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু—যাদুল-মুরব্বী, কাইফা আ'মালাহুম, আরবাউনা নাসীহাহ লি ইসলাহিল বুয়ূত, উরীদু আন-আতূবা ওয়ালাকিন কাইফা, আখতারু তাহাদ্দুদিল বুয়ূত, আল্আ-দাতুস-সায়্যিয়াহ, কাইফা তাক্করাউ কিতাবান ইত্যাদি।

তরবিয়তের পরিচয়

তরবিয়ত মানে 'মানুষ' গড়া

তরবিয়ত মূলত আরবী শব্দ—যার অর্থ সভ্যতা-ভব্যতা ও আদব-কায়দা শিক্ষা দেওয়া। সুপ্ত প্রতিভার পরিচর্যা করে সুকুমারবৃত্তি বিকশিত করা। উত্তম শিষ্টাচারে দীক্ষিত করে অধীনস্থকে প্রকৃত মানবরূপে গড়ে তোলা।

অতএব 'তরবিয়ত' অন্তরে লালিত কোনো চিন্তা-চেতনা নয়। মুখে আওড়ানো কোনো প্রবাদ-প্রবচন নয়। আবার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি বা বৈজ্ঞানিক মতবাদও নয়; বরং তরবিয়ত হলো মানবজীবনকে পরিশীলিত করা। মানুষকে প্রকৃতার্থে মানবরূপে গড়ে তোলা। তার ভেতরকার সুকুমারবৃত্তি বিকশিত করা। তার কাঁচা যোগ্যতা পরিপক্ক করা। আচার-ব্যবহার, চাল-চলন পর্যবেক্ষণ করা—যাতে সে পূর্ণতার চূড়ান্ত সীমায় উন্নীত হয়ে প্রকৃত মানুষ হতে পারে। এক কথায় তরবিয়ত মানে 'মানুষ' গড়া।

তরবিয়তের পরিধি

তরবিয়তের পরিমণ্ডল বড় প্রশস্ত। জীবনের প্রতিটি আঁকেবাঁকে এর বিস্তৃতি। প্রতিটি উত্থান-পতনে এর ব্যাপ্তি। ফলে এ ব্যাপারে ভালোভাবে ওয়াকেফহাল হতে গেলে প্রচুর সময় দিতে হয়। করতে হয় পর্যাপ্ত মেহনত। দীক্ষাদানে লিপ্ত মুরব্বি বিষয়গুলো ভালোভাবে আয়ত্ত করতে না পারলে মেহনতের ফলাফল ইতিবাচক হয় না। একই বিষয় সবার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাওয়া যায় না। কারণ, কারও ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত উপযোগী হলেও অন্যের জন্য তা মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে আশানুরূপ ফলাফল না পেয়ে হতাশা জেঁকে বসে প্রায়শই। তাই শিক্ষক-শিক্ষিকা, পিতামাতা, দাদাদাদি, নানানানিসহ সর্বস্তরের অভিভাবকদের গুরুদায়িত্ব হলো তরবিয়তের শাখা-প্রশাখা ও ব্যাপকতা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা অর্জন করা।

নয়ন জুড়াবে মোদের

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

যারা দুআ করে, হে আমাদের প্রতিপালক,
আমাদের জন্য স্ত্রী–সন্তানদের থেকে চক্ষুর শীতলতা দান করুন।
(আল–ফুরকান: ৭৪)

হাসান বসরী রহ. বলেন, “আল্লাহর কসম কোনো মুসলিমের চক্ষু অধিক শীতল হয়, যখন সে দেখতে পায় তার সন্তান, নাতি-নাতনি, ভাই-বন্ধু আল্লাহর ইবাদতে মশগুল। দ্বীনের প্রতি অনুরাগী ও ইসলামের জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী।” (ইবনে কাসীর)

তারা হবে নেকীর কাজে সহযোগী

সন্তান কিংবা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের উত্তমভাবে প্রতিপালন করলে, তাদের সুকুমারবৃত্তি বিকশিত করলে, আর উন্নত দীনদারীর দীক্ষা দিলে অভিভাবক নানা সুফল ভোগ করে। সন্তানের নেক দীক্ষার অন্যতম সুফল হলো তারা পিতামাতার দীনদারীতে সহায়ক হয়।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. খিলাফতের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করছেন। একদিন দুপুরে একটুখানি বিশ্রাম নিতে বিছানায় পিঠ রেখেছেন। ইত্যবসরে স্নেহের পুত্র আব্দুল মালিক এসে বলল, “আপনি বিশ্রাম নিচ্ছেন! অথচ মাজলুম ও বঞ্চিতদের প্রাপ্য অধিকার এখনো ফিরিয়ে দিতে পারেননি!”

এ কথা শ্রবণ করে আমীরুল মুমিনীন বললেন, “প্রিয় বৎস, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধা করতে সারাটা রাত জাগ্রত ছিলাম। তাই এখন বিশ্রাম প্রয়োজন। যোহরের নামায পড়ে জুলুমের মালগুলো প্রাপকের কাছে পৌঁছে দেব ইনশাআল্লাহ।”

ছেলে প্রত্যুত্তরে বলল, “আব্বু, যোহর পর্যন্ত বেঁচে থাকার কোনো নিশ্চয়তা আছে আপনার?”

এ কথা শুনে ছেলেকে তিনি জড়িয়ে ধরলেন। ললাটে চুমে খেলেন। শুকরিয়া আদায় করে বললেন, "আল-হামদুলিল্লাহ্! আল্লাহ আমার ঔরস্যে এমন সন্তান দান করেছেন, যে আমাকে দ্বীনের কাজে সহযোগিতা করে।" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া)

সন্তান তরবিয়তের মূল্য

খলিফা মানসূরের শাসন আমল চলছে। কারাগারে বন্দী রয়েছে বনু উমায়্যাহর অজস্র লোকজন। খলীফা দূত মারফত জানতে চাইলেন: "তোমরা এই কারাগারে কোন বিষয়ে সবচেয়ে বেশি কষ্ট অনুভব করছ?"

দূতকে তারা বলল, "কারাগারের বন্দীজীবন আমাদের তেমন যাতনার নয়। কারাগার প্রকোষ্ঠের সকল দুঃখ-কষ্ট আমাদের সহনীয়। কিন্তু সন্তানদের উত্তম আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে পারছি না—এটাই আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি কষ্টের। এ বিষয়টি সার্বক্ষণিক আমাদের পীড়া দিচ্ছে।" (মুহাদ্বারাতুল উদাবা)

প্রিয় পাঠক, তাদের জবাব কত তাৎপর্যপূর্ণ! জেলখানার কয়েদী-জীবন, নিঃসঙ্গতা, অপদস্থতা এবং পূর্বেকার প্রভাব-প্রতিপত্তি হারানোর বেদনা সবকিছু ভুলে একটাই তাদের আক্ষেপ—আমরা সন্তানদের লালন-পালন এবং উত্তম দীক্ষা দিতে পারছি না। প্রিয় পাঠক, আমরা একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখি, আমরা নিজেদের সন্তানের প্রতি কতটুকু মনোযোগী? আমাদের সামনেই তারা নষ্ট হয়ে যায়, অথচ আমরা তাদের প্রতি যত্নবান হই না!

অধীনস্থের তরবিয়ত জীবনের অন্যতম অংশ

নববী হাদীসে সাহাবাদের দীক্ষাদানের প্রচুর দৃষ্টান্ত রয়েছে। নববী দীক্ষাদানের পদ্ধতিতে ছিল বৈচিত্র্য—কোনো বিষয়ে মন্তব্যের মাধ্যমে, আবার প্রশ্নের জবাব দিয়ে, কখনো-বা ঘটনার ফলাফল বের করে। অর্থাৎ, যখন যেভাবে তরবিয়তের প্রয়োজন হতো, ঠিক সেভাবে তাদের তরবিয়ত করতেন। অতএব পিতামাতা ও অভিভাবকের সার্বক্ষণিক দায়িত্ব হচ্ছে সন্তান ও অধীনস্থের তরবিয়ত করা। এটা তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ—যা থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কোনো সুযোগ নেই।

তরবিয়ত একটি স্থায়ী দায়িত্ব

অধীনস্থকে দীক্ষা দিয়ে যোগ্যরূপে গড়ে তোলা অভিভাবকের স্থায়ী দায়িত্ব। লেখাপড়ার হাতেখড়ির পূর্বেই তাদের প্রতি যত্নবান হতে হবে। রাখতে হবে তাদের সকলের প্রতি সজাগ দৃষ্টি। অঙ্কুরেই তারা যেন হৃষ্টপুষ্ট হতে পারে। কোনো অযাচিত আচরণে অভ্যস্ত না হয়। সূচনাতেই হয়ে উঠতে পারে বটবৃক্ষের প্রতিচ্ছবি। তাই বিদ্যালয়ের নিয়মতান্ত্রিক পাঠ গ্রহণের আগেই তাদের প্রতি সযত্ন দৃষ্টি রাখতে হবে। অনুরূপভাবে প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে সন্তান কিংবা অধীনস্থকে তরবিয়ত দিতে হবে। শেখাতে হবে ইসলামী শিষ্টাচার। বিকশিত করতে হবে তার মধ্যকার খোদা প্রদত্ত ইসলামী ফিতরাত। গড়ে তুলতে হবে আদর্শ মানবরূপে।

পড়ালেখার বয়স পেরিয়ে যখন সে হয়ে উঠবে কর্মমুখর, তখনো তার হাল ছাড়া যাবে না। কারণ, এখনো বাকি রয়েছে শেখার অনেক কিছু! কর্মাঙ্গনের পরতে পরতে রয়েছে অনেক ঘাতপ্রতিঘাত। তাই অভিভাবকমাত্রই বিষয়ের নাজুকতা ভুলে গেলে চলবে না। অতএব সন্তানের সবকিছু খেয়াল রাখা সকল শ্রেণির অভিভাবকের সার্বক্ষণিক দায়িত্ব। কোনো কোনো ছাত্রের বেশভূষায়, আচার-ব্যবহারে শিক্ষার বিরূপ প্রভাব দেখা যায়। এদের ক্ষেত্রে তরবিয়ত হলো নিরাপত্তার ছিপি এবং সুকুমারবৃত্তি বিকশিত করার একমাত্র গ্যারান্টি।

এ বিষয়টি রসূল ﷺ এর হাদীসে চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। হযরত জুন্দুব বিন আব্দুল্লাহ রা. বলেন, "রসূল ﷺ এর সোহবতে থাকাকালীন আমরা যৌবনের শক্তিতে উদ্দীপ্ত শক্তিশালী যুবক ছিলাম। কুরআন শেখার আগে আমরা ঈমানের সবক নিয়েছি। আগে আমরা ঈমান শিখে মানুষ হয়েছি, তারপর কুরআন শিখেছি। ফলে আমরা ঈমানে হয়েছি উজ্জীবিত।" (সহীহ ইবনে মাজাহ)

তাঁরা করেছে মোদের প্রতিপালন

সন্তানের প্রতি পিতামাতার রয়েছে অজস্র অবদান। তন্মধ্যে উত্তম প্রতিপালন ও দীক্ষাদান সর্বাগ্রে। এ কারণেই কুরআন সন্তানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এ মর্মে:

আর বলো তুমি: হে আমার রব, তাঁদের প্রতি রহম করো,
যেমন তাঁরা ছোট অবস্থায় করেছে আমায় প্রতিপালন।

(আল-ইসরা:২৪)

বিশিষ্ট মুফাস্‌সীর ইমাম কুরতুবী রহ. এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, “আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে তরবিয়তের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, যেন বান্দা স্মরণ করতে পারে মাতাপিতার স্নেহ-ভালোবাসা আর লালনপালনের কষ্টযাতনা। ফলে সন্তান হয়ে উঠবে পিতামাতার প্রতি দয়াশীল, মায়াশীল ও আবেগপ্রবণ।” (তাফসীরে কুরতুবী:১০/২৪৪)

সে হবে তোমার উত্তম সহযোগী

ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন, “যে ব্যক্তি স্বীয় অন্তরে তোমাকে স্থান দিয়েছে, সে ততক্ষণ তোমার উপকারে আসবে না, যতক্ষণ-না তুমি তার মাঝে কল্যাণের বীজ বপন করো, অথবা তার প্রতি কোনো সদাচরণ করো। এতে তোমার স্বার্থসিদ্ধি ও পূর্ণতা অর্জনে সে হবে তোমার উত্তম সহযোগী। বাস্তবিকপক্ষে সে তোমার মাধ্যমে যতটুকু উপকৃত হবে, তার অনুরূপ কিংবা তারচেয়ে বেশি উপকৃত হতে পারবে তুমিই তার থেকে।” (আল-ফাওয়াইদ)

পর্যবেক্ষণ এবং কাজের মাঝে সমন্বয় করুন

সন্তানের দৈনন্দিন জীবনের খুটিনাটি সকল কাজে হস্তক্ষেপ করতে গেলে তার প্রতি নিবিড় পূর্ণাঙ্গ পর্যবেক্ষণ পিতামাতার পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। পক্ষান্তরে তারা যদি কেবল তাত্ত্বিক সুদূর পরাহত বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে সন্তানের দৈনন্দিন জীবনের ওঠাবসা, চালচলন এবং বহু কর্মকাণ্ড অভিভাবকের নাগালের বাইরে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই তারবিয়াহ প্রদানের সময় প্রত্যেক অভিভাবককে এ বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে যে, পর্যবেক্ষণ ও কাজের মাঝে সমন্বয় অত্যন্ত জরুরি। আর এ কথা সর্বদা মানসপটে দেদীপ্যমান রাখতে হবে যে, সন্তানের জীবন গড়তে হলে একদিকে যেমন তার পূর্ণাঙ্গ পর্যবেক্ষণ অতি গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক তেমনিভাবে বাস্তবভিত্তিক কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করে তার চালচলন, উঠাবসার প্রতি খেয়াল রাখা আরও বেশি অত্যাবশ্যক।

কল্যাণময় শিক্ষাদানই সর্বোত্তম অনুগ্রহ

পরোপকার পুণ্যাত্মাকে বন্দী করে ফেলে। হয়ে পড়ে তার গুণগ্রাহী। তাই মানুষকে বশে আনতে হলে করতে হয় তার প্রতি অনুগ্রহ। আর সবচেয়ে প্রভাবশালী উপকার হলো তাকে ভালো কিছু শেখানো। কল্যাণের বার্তা তার কাছে পৌঁছে দেওয়া। যে

ভালো কিছু শেখায় তার মঙ্গল মানুষের কাছে যেমন থাকে অফুরন্ত প্রতিদান থাকে রব্বে কারীমের সকাশে। সে একদিকে যেমন আল্লাহর কাছে পুণ্য লাভে ধন্য হয়, অন্যদিকে ছাত্রদের থেকে লব্ধ হয় তার ওফাদারী। আর কদাচিৎ মাখলুক অবমূল্যায়ন করলেও স্রষ্টা তার আজর নষ্ট করেন না কভু। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, "ছাত্রের কর্তব্য হলো উস্তাদের এহতেরাম বজায় রাখা। তাঁর দয়া-অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় করা। কারণ, যে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ হয় না, সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করে না।" (আল-ফাতাওয়া:২৮/১৩)

আজকের সন্তান আগামীর ভবিষ্যৎ

আমাদের পরিবারের ছোট্ট শিশুগুলো উর্বর জমিনের মতো। আমরা যদি সেখানে উপযুক্ত বীজ বপন করতে পারি তাহলে উৎকৃষ্ট চারা অবশ্যই গজাবে। অতঃপর সেগুলো পরিপক্ক হয়ে পত্রপল্লবিত হবে। পক্ষান্তরে এ ভূমি যদি ফেলে রাখা হয়, তাহলে অন্যরা এসে চাষাবাদ শুরু করে দেবে। অথবা সেই ভূমিতে এমন কিছু কাঁটাযুক্ত উদ্ভিদ জন্ম নেবে, যা কষ্ট দেবে পদে পদে। আমাদের মসৃণ পথকে করবে কণ্টকাকীর্ণ। তাই সময় থাকতে কচিকাঁচাদের প্রতি আমাদের হতে হবে যত্নবান। সমাজের শিশুহৃদয়ে রোপণ করতে হবে উত্তম গুণাবলি ও ইসলামী শিষ্টাচার।